26

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

একটি সমস্যা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছরে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বিএড কোর্স চালু করেছেন। চারটি সেমিষ্টারে এর পরীক্ষা হয়ে থাকে। এতে কমপক্ষে আটটি ক্লাস করতে হয় নিকটতম টিচার ট্রেনিং কলেজে। ৬০টি পাঠ টীকা সংশ্লিষ্ট স্কুলে পাঠদান করে টিচার ক্রেনিং কলেজে জমা দিতে হয়। তাছাড়া ৬টি পাঠদান ট্রেনিং কলেজে দিতে হয়। বই কিনতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে ৩৬০০/ টাকার। আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং-এর চেয়ে শ্রম, অর্থ ব্যয় ও পড়াশুনা কোন অংশে কম নয়।

এখন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন হলো— দূরশিক্ষণ বিএড উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এবং নিয়মিত বিএড জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকায় পরীক্ষা গ্রহণ, কোর্স প্রণয়ন, ভর্তির সময়সূচী নির্ধারণ ইত্যাদি প্রোগ্রাম নিয়ে নানা জটিলতা ও স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। একই সমমানের ট্রেনিং কোর্স যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কেন আনা হয় না?

টিচার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকগণ দূরশিক্ষণে বিএড ট্রেনিংকে ফালতু মনে করেন। কোন গুরুত্বও দেন না। উপহাস করেন। এখন প্রশ্ন হল— যারা দূরশিক্ষণ প্রশিক্ষণ বিএড ট্রেনিংকে নিয়ে উপহাস করেন স্বীকৃতি দিচ্ছেন না— তাদেরকে দিয়েই উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ৪ শত মার্কের ফলাফল নির্ধারণ কি যুক্তিযুক্ত? শিক্ষার্থীর মনে ভাল নম্বর ও সঠিক মূল্যায়নের প্রতি সচেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

টিচার ট্রেনিং কলেজে যারা নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেন তাদের কেউ ফেল করেন না। কারণ তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সকল মূল্যায়ন এ কলেজের শিক্ষকগণ করে থাকেন। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ বিএড-এর প্রতি কলেজের শিক্ষকগণ বিমাতাসুলভ আচরণ করে থাকেন। একদেশ, একইমানের ট্রেনিং, কেন এ বিমাতাসুলভ আচরণ— এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু পদক্ষেপ ও সমন্বয়ের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

—মোঃ আবদুল গফুর,
ঠাকুরপাড়া,
১২/এ, ব্রাহ্মণবাড়ী,
পোঃ ও জেলা— ব্রাহ্মণবাড়ী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানাধীন চর চবিতা বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে তিস্তা নদীর ভাঙনের ফলে বিদ্যালয়টি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরের পর থেকে এ যাবৎ বিদ্যালয় গৃহটি পুনঃ নির্মিত হয়নি।

ফলে উন্নত বিদ্যালয় গৃহ এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাবে অত্র এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে। সদাশয় সরকার দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে আলাদা একটি অধিদপ্তরও খুলেছেন।

এছাড়া এ

বছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের ৫১ শতাংশই ব্যয় হবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। কিন্তু সারাদেশে

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক চিত্র সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর অসারতাই প্রমাণ করে। অতএব, সদাশয় সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে আবেদন,

যথাশীঘ্র চর চরিতা বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপক সংস্কার সাধন করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক।

—মোঃ আবু মোত্তালেব আলম,
২১১, শহীদ জিয়া হল,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া-৭০০০।